ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী
লেকচার শিট- ২০২১
দ্বিতীয় শ্রেণি
বিষয় : বাংলা (মাসিক পরীক্ষা -০১)

ছবির গল্প : সুন্দরবন

- শূণ্যস্থান পূরণ কর / বাক্য তৈরি কর :
  ০১.অমি মা-বাবার সাথে বেড়াতে এসেছে সুন্দরবনে।
  ০২.সুন্দরবনে আছে নানা রকম গাছ।
  ০৩.সুন্দরবনে আছে নানা রঙের পাখি।
  ০৪.নৌকা ভেসে চলেছে।
  ০৫.বনে বনে ছুটে চলেছে হরিণের দল।
  ০৬.এ বনে বানরের সাথে হরিণের খুব ভাব।
  ০৭.সুন্দরবনের বাঘের নাম রয়েল বেঙ্গল টাইগার।
  ০৮.বনে ঢুকে দেখা হলো মৌয়ালদের সাথে।
  ০৯.যারা মধুর চাক কাটেন তাদের বলে মৌয়াল।
  ১০.ওরা সুন্দরবনকে বিদায় জানাল।
  ১১. সুন্দরবনের আকাশে বিকাল নেমে এলো।
  ১২. মৌয়ালরা অমিকে মধু খেতে দিল।
  ১৩. অমির ইচ্ছা করছিল সুন্দরবনের মাটিতে নামতে।
  ১৪. নদীতে আছে মাছ আরও আছে কুমির।
- যুক্তবর্ণ ভেঙ্গে ২টি করে শব্দ লিখ:
  চ্ছ = চ্ + ছ; ইচ্ছা, স্বেচ্ছা, কেচ্ছা
  ন্দ = ন্ + দ; সুন্দর, বন্দর, অন্দর
  ঙ্গ = ঙ্ + গ; অঙ্গ, বঙ্গ, ভঙ্গ
- ছোট প্রশ্ন / এক কথায় উত্তর:
  ১. অমি কার সাথে সুন্দরবনে বেড়াতে গিয়েছিল?
  উত্তর : বাবা -মার সাথে।
  ২. বানরের সাথে কার খুব ভাব ছিল?
  উত্তর : হরিণের।
  ৩. কে গাছের কচি পাতা ছিড়ে হরিণকে খেতে দেয়?
  উত্তর: বানর।
  ৪. বাঘ দেখলে হরিণকে কে সাবধান করত?
  উত্তর: বানর
  ৫. অমি মাটিতে নেমে কিসের ছাপ দেখতে পেল?
  উত্তর: বাঘের পায়ের ছাপ
  ৬. যারা মধুর চাক কাটেন তাদের কী বলেন?
  উত্তর: মৌয়াল
  ৭. সুন্দরবনে কেমন পাখি রয়েছে?
  উত্তর: নানা রঙের
  ৮. অমিকে কে/ কারা মধু খেতে দিলেন?
  উত্তর: মৌয়ালরা

আমাদের দেশ

- শব্দার্থ লিখ:
  শেফালি = এক ধরনের ফুল
  বেলা = সময়
  হেলা = অবহেলা
  চাষা = চাষি, যিনি চাষ করেন।
  ফলে = জন্মায়

- শূণ্যস্থান পূরণ কর / বাক্য তৈরি কর :
  ১. কোন কাজকে হেলা করব না।
  ২. সারা বেলা খেলা করো না।
  ৩. শেফালি ফুল দিয়ে মালা গাঁথি।
  ৪. আমাদের দেশ কবিতাটি লিখেছেন আ. ন. ম. বজলুর রশীদ।
  ৫. মাঝি নৌকা চালান।
  ৬. রিকশাওয়ালা রিকশা চালান।
  ৭. তাঁতি কাপড় তৈরি করেন।
  ৮. জেলে মাছ ধরেন।

- ছোট প্রশ্ন / এক কথায় উত্তর:
  ১. বেলা শব্দটির অর্থ কী?
  উত্তর: সময়।
  ২. কখনো কোনো কাজকে কী করব না?
  উত্তর: হেলা।
  ৩. জেলে ভাই কোথায় মাছ ধরে?
  উত্তর: মেঘের ছায়ায়।
  ৪. সবুজ ঘাসের বুকে কার হাসি?
  উত্তর: শেফালির হাসি।

- প্রশ্নোত্তর/ বড় প্রশ্নের উত্তর দাও:
  ১. গরু কোথায় চরে?
  উত্তর: আমাদের দেশে মাঠে মাঠে সবুজ প্রান্তরে গরু চরে ও তার পাশ দিয়ে নদী বয়ে যায়। সেখানে রাখাল ছেলে সারাদিন বাঁশি বাজায়।
  ২. রাখাল কী করেন?
  উত্তর: রাখাল মাঠে মাঠে গরু চরায় আর গাছের ছায়ায় বসে বাঁশি বাজায়। তার বাঁশির সুরে বেলা কেটে যায়।
  ৩. জেলে ভাই কী করেন?
  উত্তর: যখন মেঘের ছায়া পড়ে, জেলে ভাই সেই ছায়াতে বসে নদীতে জাল ফেলে মাছ ধরেন।
  ৪. চাষা/চাষি ভাই কী করেন?
  উত্তর: চাষা/চাষী ভাই কঠোর পরিশ্রম করে জমি চাষ করে সোনার ফসল ফলান। তার কাজে কোনো হেলা নেই।
  ৫. সকলের মুখে হাসি কেন?
  উত্তর: চাষা/চাষী ভাই সোনার ফসল ফলান। চাষা ভাইদের কঠোর পরিশ্রমে যখন সোনার ফসলে খেত ভরে যায় তখন চাষা/চাষী ভাইদের সকলের মুখে আনন্দের হাসি ফুটে ওঠে।

শীতের সকাল

- শব্দার্থ:
  পোহানো = উপভোগ করা।
  মিষ্টি = মিঠা।
  নাশতা = সকালের খাবার / হালকা খাবার।

- শূণ্যস্থান পূরণ / বাক্য তৈরি কর:
  ১. শীতের সকালে রোদ মিষ্টি লাগে।
  ২. অতিথি এলে নাশতা দেব।
  ৩. নানা প্রতিদিন সকাল বেলা রোদ পোহান।
  ৪. গরম রুটির মজাই আলাদা।
  ৫. বেঁচে থাক বুবু।
  ৬. অনেকগুলো ভালো কাজ করেছ আজ।
  ৭. শীতের সকালে রোদে তোমার আরাম লাগছে।
  ৮. এই ভালো লাগাটাই মিঠা।
  ৯. মিঠা মানে মিষ্টি।
  ১০. ঘরে এখন ভারি ঠান্ডা।

- যুক্তবর্ণ ভেঙ্গে ২টি করে শব্দ লিখ:
  চ্ছ = চ্ +ছ; ইচ্ছা, কেচ্ছা
  ষ্ট = ষ্ + ট; কষ্ট, নষ্ট
  ণ্ড = ণ্ + ড; কাণ্ড, মণ্ডা
  ন্ন = ন্ +ন; কান্না, রান্না

- ছোট প্রশ্ন / এক কথায় উত্তর:
  ১. পোহানো শব্দের অর্থ কী?
  উত্তর: উপভোগ করা।
  ২. শীতের সকালে রোদ কেমন?
  উত্তর: মিষ্টি।
  ৩. শরিফা নানার জন্য কী নিয়ে এলো?
  উত্তর: নাশতা।
  ৪. নানা শরিফাকে কী বলে ডাকত?
  উত্তর: বুবু।
  ৫. নানার জন্য কে শরিফাকে নাশতা নিয়ে যেতে বলল?
  উত্তর: মা।
  ৬. নানা শরিফাকে কেন দোয়া করলেন?
  উত্তর: ভালো কাজ করার জন্য।
  ৭. রোদ মিষ্টি হওয়ার বিষয়টি শরীফা কীভাবে জেনেছে?
  উত্তর: নানার কাছ থেকে।
  ৮. নানা শরিফাদের বাসায় কখন এসেছিল?
  উত্তর: শীতকালে।
  ৯. নানা শরিফাকে নিয়ে কী করছেন?
  উত্তর: রোদ পোহাচ্ছেন।

১০. শরিফা নানার জন্য কী নিয়ে গেল?
উত্তর: ওষুধের কৌটা।
১১. শরিফাকে মা কেন ডাকছিলেন?
উত্তর: নানাকে নাশতা দেওয়ার জন্য।

আমি হব

- শব্দার্থ:
  কুসুম = ফুল।
  সূয্যি = সূর্য, রবি।
  সূর্যিমামা = সূর্যকে আদর করে মামা ডাকা হয়েছে।
  আলসে = অলস, কুঁড়ে।

- শূণ্যস্থান পূরণ / বাক্য তৈরি কর:
  ১. সূয্যি মামা জাগার আগে আমি জেগে উঠব।
  ২. সূয্যি পুব দিকে ওঠে।
  ৩. আমার বোনটি আলসে নয়।
  ৪. বনে কুসুম ফোটে।
  ৫. গোলাপ বাগে গোলাপ ফুটেছে।
  ৬ .আমার কথা শুনে মা হেসে উঠলেন।
  ৭. আমরা যদি না জাগি মা কেমনে সকাল হবে।
  ৮. তোমার ছেলে উঠলে মাগো রাত পোহাবে তবে।
  ৯. আমি প্রতিদিন সকাল নয়টায় স্কুলে যাই।
  ১০. রাত পোহালে আমি জেগে উঠি।
  ১১. রাত হলে আকাশে অনেক তারা দেখা যায়।
  ১২. আমি রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে দাঁত পরিষ্কার করি।

- যুক্তবর্ণ ভেঙ্গে ২টি করে শব্দ লিখ:
  য্য = য + ্য (য-ফলা); শয্যা

- বিপরীত শব্দ:

মূল শব্দ	বিপরীত শব্দ
সকালে	বিকালে
ঘুমিয়ে	জেগে
রাত	দিন
আগে	পরে

- ছোট প্রশ্ন / এক কথায় উত্তর:
  ১. গোলাপ কোথায় ফুটেছে?
  উত্তর: বাগে।
  ২. মায়ের কে উঠলে রাত পোহাবে?
  উত্তর: ছেলে।
  ৩. বাগ শব্দের অর্থ কী?
  উত্তর: বাগান।

৪. কুসুম শব্দের অর্থ কী?
উত্তর: ফুল।
৫. সূর্য কোন দিকে ওঠে?
উত্তর: পূর্ব।
৬. সূর্যি মামা জাগার আগে কে জেগে উঠবে?
উত্তর: খোকা।
৭. খোকা কোন সময়ের পাখি হতে চায়?
উত্তর: সকাল বেলার।
৮. খোকা জেগে উঠলে কী হবে?
উত্তর: রাত পোহাবে।
৯. মা রেগে কী বলবেন?
উত্তর: ঘুমাতে।
১০. মাকে কী বলা হয়েছে?
উত্তর: আলসে মেয়ে।

- প্রশ্নোত্তর / বড় প্রশ্নের উত্তর দাও:

১. কে সকাল বেলার পাখি হতে চায়?
উত্তর: 'আমি হব' কবিতায় খোকা সকাল বেলার পাখি হতে চায়। সে সবার আগে ঘুম থেকে জাগতে চায়।

২.মা রাগ করে কী বলবেন?
উত্তর:'আমি হব' কবিতায় খোকা সকাল বেলার পাখি হতে চায়। তাই সে খুব সকালে ঘুম থেকে জাগতে চায় আর তখনি মা রাগ করে খোকাকে বললেন এখনো সকাল হয়নি।

৩. খোকা মাকে আলসে মেয়ে বলেছে কেন?
উত্তর: 'আমি হব' কবিতায় খোকা সকাল বেলার পাখি হতে চায়। তাই সে খুব সকালে ঘুম থেকে জাগতে চায়। কিন্তু মা খোকাকে এতো সকালে ঘুম থেকে উঠতে দিতে চায় না। তাই খোকা অভিমান করে মাকে আলসে মেয়ে বলেছে। খোকা মাকে বলেছে, তুমি আলসে মেয়ের মতো ঘুমিয়ে থাকো।

জলপরি ও কাঠুরে

- শব্দার্থ:
কাঠুরে = যে কাঠ কাটে।
কুড়াল = কাঠ কাটার হাতিয়ার।
দুঃখ = মনের কষ্ট।
কিছুক্ষণ = অল্প সময়।
সততা = কাজে ও কথায় সৎ থাকা।
লোভী = অনেক লোভ যার।

- শূণ্যস্থান পূরণ / বাক্য তৈরি কর:
১. লোকটা দুঃখ পেয়ে কাঁদতে লাগল।

২. লোভী কাঠুরে নিজের কুড়াল ফিরে পেল না।
৩. নদীতে খুব স্রোত ছিল।
৪. কাঠুরে কাঠ কাটতে বনে গেল।
৫. সে কুড়াল দিয়ে কাঠ কাটছিল।
৬. কাঠুরে সততার জন্য পুরষ্কার পেয়েছে।
৭. কাঠুরে গরিব তাই কুড়াল কিনতে পারল না।
৮. কাঠুরে উপহার পেয়ে সুখে দিন কাটাতে লাগল।
৯. লোভী কাঠুরে মিছামিছি কাঁদতে লাগল।
১০. লোভী কাঠুরে সোনার কুড়াল দেখে হ্যা বলল।
১১. এক বনে বাস করত এক গরিব কাঠুরে।
১২. কাঠুরের কুড়ালটি নদীতে পড়ে গেল।
১৩. কাঠুরের কুড়ালটি ছিল লোহার তৈরি।
১৪. কিছুক্ষণ পর নদী থেকে জলপরি উঠে এল।

- যুক্তবর্ণ ভেঙ্গে ২টি শব্দ তৈরি কর:
  স্র = স্ + র ফলা (্র); সহস্র, অজস্র।
  ক্ষ = ক্ + ষ; কক্ষ, শিক্ষা।
  ন্ধ = ন্ + ধ; সন্ধ্যা, বন্ধ, গন্ধ

- ছোট প্রশ্ন / এক কথায় উত্তর:
  ১. কাঠুরে কীসের জন্য পুরষ্কার পেয়েছিল?
  উত্তর: সততার জন্য।
  ২. নদীতে খুব কী ছিল?
  উত্তর: স্রোত।
  ৩. কুড়াল দিয়ে কী করা হয়?
  উত্তর: কাঠ কাটা হয়।
  ৪. নদীতে কিসের ভয় ছিল?
  উত্তর: কুমিরের।
  ৫. নদীর ধারে কাঠ কাটছলি কে?
  উত্তর: কাঠুরে।
  ৬. নদী থেকে উঠে এলো?
  উত্তর: জলপরি।
  ৭. সততার পুরষ্কার হিসেবে জলপরি কাঠুরেকে কী উপহার দিল?
  উত্তর: সোনা-রুপার কুড়াল।
  ৮. কাঠুরে কেন কাঁদতে লাগল?
  উত্তর: কুড়াল হারিয়ে যাওয়ায়।
  ৯. যে কাঠ কাটে তাকে কী বলে?
  উত্তর : কাঠুরে।
  ১০. কাঠুরে কোথায় বাস করত?
  উত্তর: বনে ।

- প্রশ্নোত্তর / বড় প্রশ্নের উত্তর দাও:

১. কাঠুরে কোথায় কাঠ কাটতে গিয়েছিল?
উত্তর: এক বনে এক কাঠুরে বাস করত। সে নদীর ধারে কাঠ কাটতে গিয়েছিল।

২. কাঠুরে কাঁদতে লাগল কেন?
উত্তর: কাঠুরে কাঠ কাটার জন্য তার কুড়ালটি নিয়ে বনে গলে। হাত ফসকে কাঠুরের কুড়াল নদীতে পড়ে গেল। নদীতে অনেক স্রোত ও কুমির থাকায় সে ভয়ে কুড়ালটি উঠাতে পারল না। আরকেটি কুড়াল কেনার টাকাও তার ছিল না। তাই সে মনের দুঃখে কাঁদতে লাগল।

৩. জলপরি প্রথমে কোন কুড়াল আনল?
উত্তর: কাঠুরের হাত ফসকে কুড়ালটি নদীতে পড়ে গলে। কুড়ালের জন্য কাঠুরের কান্না দেখে জলপরি প্রথমে আনল সোনার কুড়াল।

৪. জলপরি কাঠুরের উপর খুশি হলো কেন?
উত্তর: জলপরি কাঠুরেকে পরীক্ষা করার জন্য তিনবার ডুব দিয়ে তিন রকমের কুড়াল আনল। কাঠুরে ছিল খুব সৎ। সে জলপরির সততার পরীক্ষায় জয় লাভ করলো। কাঠুরের সততার পরিচয় পেয়ে জলপরি তার উপর খুশি হলো।

৫. লোভী কাঠুরের উপর জলপরির খুব রাগ হলো কেন?
উত্তর: লোভী কাঠুরে ইচ্ছে করেই জলপরির আনা প্রথম সোনার কুড়ালটি নিজের বলে দাবি করল। এই দাবি দেখে জলপরি বুঝতে পারল সে একজন লোভী মানুষ। লোভী মানসিকতার কারণে জলপরি তার উপর খুব রেগে গেল।

৬. লোভী কাঠুরে জলপরির কাছ থেকে কী শিক্ষা পেল?
উত্তর: লোভী কাঠুরে ইচ্ছে করে তার লোহার কুড়ালটি পানিতে ফেলে দিল। জলপরির পরীক্ষায় লোভী কাঠুরে পরাজিত হলো। জলপরির কাছ থেকে তখন লোভী কাঠুরে এই শিক্ষা পেল যে, লোভের পরিণাম কখনো ভালো হয় না। লোভ করলে নিজের জিনিসও হারাতে হয়।

ব্যাকরণ

প্রথম অধ্যায় : ভাষা ও ব্যাকরণ

১. ভাষা কাকে বলে?
উত্তর : মানুষ যেসব কথা বলে বা লিখে মনের ভাব প্রকাশ করে তাকে ভাষা বলে।
যেমন: বাংলা ভাষা, ইংরেজি ভাষা , আরবি ভাষা ইত্যাদি।

২. বাংলা ভাষা কাকে বলে?
উত্তর : বাঙালিরা যে ভাষায় কথা বলে তাকে বাংলা ভাষা বলে।

৩. মাতৃভাষা কাকে বলে?
উত্তর : মায়ের কাছ থেকে শেখা ভাষাকে মাতৃভাষা বলে। আমাদের মাতৃভাষা বাংলা।

৪. বাংলা ভাষার রূপ কয়টি ও কী কী?
উত্তর : বাংলা ভাষার রূপ ২টি । যেমন : (১) সাধু ও (২) চলিত।

৫. সাধু ভাষা কাকে বলে?
উত্তর: যে ভাষা ব্যাকরণের নিয়ম সম্পূর্ণভাবে মেনে চলে তাকে সাধু ভাষা বলে।
যেমন - তমা স্কুলে যাইবে।

৬. চলিত ভাষা কাকে বলে?
উত্তর : যে ভাষায় আমরা কথা বলি ঐ ভাষার শিষ্ট এবং ভদ্র রূপকে চলিত ভাষা বলে ।
যেমন- তমা স্কুলে যাবে।

৭. ব্যাকরণ কাকে বলে?
উত্তর : ভাষা শুদ্ধরূপে বলা, পড়া ও লেখার নিয়ম-কানুনকে ব্যাকরণ বলে।

৮. বাংলা ব্যাকরণ কাকে বলে?
উত্তর : বাংলা ভাষা শুদ্ধরূপে বলা, পড়া ও লেখার নিয়ম-কানুনকে বাংলা ব্যাকরণ বলে।

দ্বিতীয় অধ্যায় - ধ্বনি ও বর্ণ প্রকরণ

১. ধ্বনি কাকে বলে?
উত্তর : আওয়াজের ক্ষুদ্রতম অংশকে ধ্বনি বলে।

২. ধ্বনি কত প্রকার ও কী কী?
উত্তর : ধ্বনি দুই প্রকার; যথা- (১) স্বরধ্বনি ও (২) ব্যঞ্জনধ্বনি

৩. স্বরধ্বনি কাকে বলে? উদাহরণ দাও?
উত্তর : যেসব ধ্বনি অন্য ধ্বনির সাহায্য ছাড়া নিজে নিজে উচ্চারিত হয়, তাকে স্বরধ্বনি বলে।
যেমন- অ, আ, ই, ঈ।

৪. ব্যঞ্জনধ্বনি কাকে বলে? উদাহরণ দাও?
উত্তর : যেসব ধ্বনি স্বরধ্বনির সাহায্য ছাড়া উচ্চারিত হতে পারে না , তাকে ব্যঞ্জনধ্বনি বলে।
যেমন- ক = ক্ +অ; খ = খ্ +অ; চ = চ্ + অ; ছ = ছ্ + অ

৫. বর্ণ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
উত্তর : ভাষা শেখার সাংকেতিক চিহ্ন বা লিখিত রূপকে বর্ণ বলে। যেমন - অ, আ, ক, খ ইত্যাদি।

৬. বর্ণমালা কাকে বলে?
উত্তর : বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সবগুলো বর্ণকে একত্রে বর্ণমালা বলে।

৭. বর্ণ কত প্রকার ও কী কী?
উত্তর: বর্ণ দুই প্রকার; যথা - (১) স্বরবর্ণ ও (২) ব্যঞ্জনবর্ণ

৮. স্বরবর্ণ কাকে বলে ? স্বরবর্ণ কয়টি ও কী কী?
উত্তর : যে বর্ণ অন্য বর্ণের সাহায্য ছাড়া উচ্চারণ করা যায় তাকে স্বরবর্ণ বলে।
স্বরবর্ণ ১১টি; যথা-

অ	আ	ই	ঈ
উ	ঊ	ঋ	
এ	ঐ	ও	ঔ

৯.ব্যঞ্জনবর্ণ কাকে বলে? ব্যঞ্জনবর্ণ কয়টি ও কী কী?
উত্তর: যেসব বর্ণ স্বরবর্ণের সাহায্য ছাড়া উচ্চারিত হতে পারে না ,তাকে ব্যঞ্জনবর্ণ বলে।
ব্যঞ্জনবর্ণ মোট ৩৯টি; যথা-

ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম	য	র	ল	শ	ষ
স	হ	ড়	ঢ়	য়	ৎ	ঃ	ং	ঁ	